কৃষি প্রগতি

বিশেষ সংখ্যা - ২ অগস্ট ২০১৩

আর্থিক সহযোগিতায় : নাবার্ড

প্রকল্প রূপায়ণে : DRCSC

কেস স্টাডি

ফার্মার্স ক্লাব - ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ একটি সাফল্যের কাহিনী

নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের শান্তিপুর কৃষি প্রগতি ফার্মার্স ক্লাব। সদস্য সংখ্যা ৮২। নাবার্ড থেকে অনুমোদন পেয়েছে ২০১০ সালে। ৪ বছর ধরে কাজ করছে সিটম ঘাট, শ্যামচাঁদ ঘাট, বড়বাজার ঘাট, তেলিপাড়া, রামনগর চক ও সুকাগড় চক নামের ৬টি গ্রামে। গঙ্গার ভাঙন কবলিত গ্রামগুলিতে চাষ এখনো প্রকৃতি নির্ভর। অর্থাৎ চাষ বৃষ্টির জলের ওপরই নির্ভরশীল। গ্রামের অধিকাংশ কৃষক অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং প্রতি বছর চাষের জন্য অতিরিক্ত সুদে মহাজনের থেকে দাদন গ্রহণ করে। বর্ষায় চাষের জমিতে জল উঠে গেলে সেই ঋণের সুদ মেটানোর ও ক্ষমতা থাকে না। শান্তিপুর কৃষি প্রগতি ফার্মার্স ক্লাব এই কৃষকদের নিয়েই উঠে দাঁড়ানোর লড়াই চালাচ্ছে।

এই ফার্মার্স ক্লাব দীর্ঘদিন ধরেই চাষিদের সরাসরি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও সাহায্য পাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় নাবার্ড ও ডি আর সি এস সি-র সহযোগিতায় মুখ্য সঞ্চালক শৈলেন চণ্ডী ক্রেডিট কাউন্সিলিং এর প্রশিক্ষণ পান এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শান্তিপুর শাখার ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষ ও কৃষি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। পরে ক্লাবের পক্ষ থেকে ৬৬ জন চাষি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা কেসিসি-এর দরখাস্ত করে। এদের মধ্যে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ৪২ জনের মাঠ পরিদর্শন করে এবং তাদের কেসিসি অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাকী সদস্যদেরও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শান্তিপুর শাখার কর্মীরা জানান। এ ঘটনা অবার এমনকি উল্লেখযোগ্য তা অনেকের মনে হতেই পারে। কিন্তু সংগঠিত চাষিদের এই উদ্যোগে নিয়মিত দরদস্তুর করে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড যারা পেল তাদের কাছে এর মূল্য যে অপরিসীম তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে!

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

চাষির চাষযোগ্য জমি এবং তিনি কি ফসল চাষ করবেন তার উপর বিচার করে, সহজ ও সমস্যা মুক্ত ব্যাঙ্কের ঋণদান কর্মসূচিই হল কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্প।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা বা খরার ফলে ফসল নষ্ট হলে যদি প্রশাসন নির্দিষ্ট এলাকাটিকে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকা বলে ঘোষণা করে, তবে কেসিসি-র মাধ্যমে পাওয়া চাষির ঋণ মুকুব হতে পারে।

- শুরুতে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ও জমির দলিল/পরচা-র ফোটোকপি বা জেরক্স সহ ব্লক কৃষি দফতরে জমা করা হয়। ব্লক কৃষি দপ্তর তা পরীক্ষা বা স্ক্রুটিনির পর পাঠিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট এলাকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে।
- ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসার আবেদনকারী চাষি তথা তার চাষযোগ্য জমি পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে চাষিকে কেসিসি অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম দেওয়া হয়।
- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার পর চাষিকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের পাশ বই দেওয়া হয়।
- ব্লক ভিত্তিক কৃষি দফতর ও ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা বসে নির্দিষ্ট এলাকার, ফসলের হিসেবে সেখানকার ঋণের মাত্রা বা স্কেল অব ফাইন্যান্স বিচার করে ঋণের পরিমাণ করে।
- শীঘ্র ঋণ পরিশোধের ওপর নির্ভর করে চাষিকে ব্যাঙ্কে বিভিন্ন স্কিমে অতিরিক্ত ঋণও দিতে পারে।
- টাকা তোলার জন্য স্লিপ/চেকের সাহায্য নেওয়া হয়।
- এই স্কিমে দুর্ঘটনা জনিত বিমার ব্যবস্থাও আছে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা

- ঋতুভিত্তিক চাষযোগ্য ফসলের ওপর ঋণ পাওয়া যায়।
- ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার সময় পাশবুক ও স্লিপ ছাড়া আর কোনো কাগজের ঝামেলা থাকে না।
- সঠিক সময়ে ঋণ পাওয়া যায়।
- একই কার্ডে তিন বছর ঋণ পাওয়া যায়। এরপর কার্ডটি নবীকরণ করতে হয়।

স্কেল অব্ ফাইনান্স

ফসলের নাম	সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ টাকা/একর
পাট	১২৭৪০.০০
আমন ধান	৯০৪০.০০
বোরোধান	১৬০২১.০০
সরিষা	৭৫৫৩.০০
গম	৯৮৪১.০০
আলু	২৮৬৪৬.০০

জেলা দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতি বছর এই ঋণের মাত্রা বা স্কেল অব ফাইনান্স ঠিক করেন।

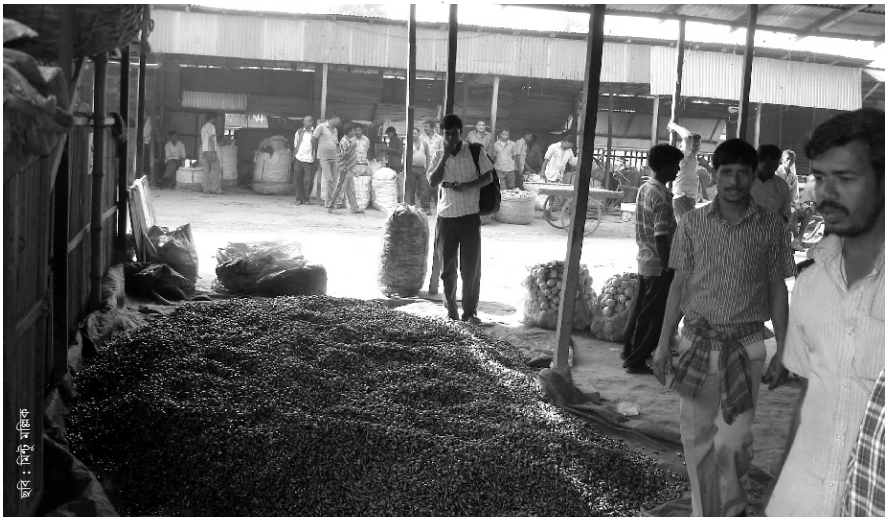

যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী (বা জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ)

প্রকল্প কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সাথে জড়িত আরো একটি প্রকল্প হল, যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী (বা জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ)। সংক্ষেপে একে জেএলজি বলে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- যে সব চাষি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, জমি ভাড়া বা ইজারা নিয়ে চাষ করে এমন চাষি ও ভাগচাষি এবং কৃষি কাজ করে এমন ব্যক্তি বিশেষকে ধারাবাহিক ভাবে ঋণদান।
- জেএলজি তে পারস্পরিক জামিনদারির ভিত্তিতে ঋণদান।
- গোষ্ঠী গঠন, গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প (ক্লাস্টার) তৈরি, প্রশিক্ষণ ও ঋণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা তৈরি করে ব্যাঙ্ক ঋণের ঝুঁকি কমান।
- যুগ্ম ঋণ দায় গোষ্ঠীর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। উপকৃতদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

যুগ্ম ঋণ দায় গোষ্ঠী হচ্ছে ৪ থেকে ১০ জনের একটি অপ্রথাগত গোষ্ঠী, যারা মোটামুটি একই ধরনের কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজ করে তারা, পারিস্পারিক জামিনদারির ভিত্তিতে জোট বাঁধবে, একক বা যৌথভাবে ঋণ গ্রহণের জন্য। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য এই দলের সদস্যদের একসাথে ব্যাঙ্ককে একটি অঙ্গীকারপত্র দিতে হবে।

যুগ্ম ঋণ দায় গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যকে একটি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়। বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক, কি শস্য চাষ হবে, প্রাপকের চাষযোগ্য জমি কত এবং ঋণ নেবার ক্ষমতা যাচাই করে ঋণ নির্দিষ্ট করে। গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের একটি ঋণ দলিলে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যের ঋণ পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকার জন্য অঙ্গীকার কর সই করতে হব।

সদস্য হওয়ার নীতি

- একই আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞতা এবং একই পরিবেশে থাকা ব্যক্তি হতে হবে।
- সদস্যরা একই গ্রামের/এলাকার পাশাপাশি বসবাসকারী, একে অন্যের পরিচিত ও বিশ্বাসভাজন হতে হবে। কারণ তাদেরকে একে অন্যের এবং গোষ্ঠীর সকলের ঋণের দায় গ্রহণ করতে হবে।
- অতীতে প্রথাগত সংস্থা থেকে যারা ঋণ খেলাপীতে যুক্ত ছিল, তাদের গোষ্ঠীর সদস্যপদ দেওয়া যাবে না।
- এই গোষ্ঠীতে একই পরিবারের একাধিক সদস্য নেওয়া যাবে না।

ছবি : মিঠু মল্লিক

সায়নিক সারের আমদানি

চাষের জন্য যথাক্রমে ৯০ ও ১০০ শতাংশ ফসফেট ও পটাশ সার আমদানি করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ দেশে সীমিত পরিমাণ রক ফসফেট থাকলেও তা গুণমানে খুব উন্নত নয়। উদাহরণ পুরুলিয়া ফস। তবে ইউরিয়া উৎপাদনে দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। এজন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। একথা গত ২৩ অগস্ট রাজ্যসভায় জানিয়েছেন সার ও রসায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা। মাননীয় মন্ত্রীর এই কথা কেন সারের দাম ক্রমশ বাড়ছে তার খানিক ইঙ্গিত দেয়। কারণ বেশিরভাগ সারের জন্য আমাদের পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সরকার হয়তো খুঁজছে। কিন্তু বিকল্পের জন্য আমাদের তরফ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

সুস্থায়ী কৃষির প্রসারে সরকার

জলবায়ু বদলের প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতের কৃষিতে পড়তে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর) ফসল উৎপাদনে জলবায়ু বদলের প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছে। আইসিএআর বলছে, এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যে শুধু সেচসেবিত ধানের উৎপাদন ৪ শতাংশ ও বৃষ্টি নির্ভর ধানের ৬ শতাংশ ফলন কমে যেতে পারে।

আইসিএআর এজন্য ন্যাশনাল প্রজেক্ট ইনিসিয়েটিভ অন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অ্যাগ্রিকালচার (জলবায়ু বদল সহনশীল কৃষি বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ) নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচার (জাতীয় সুস্থায়ী কৃষি মিশন)-এর একটি নথি তৈরি করা হয়েছে যা জলবায়ু বদল বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিল নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। এই মিশন সুস্থায়ী কৃষির ১০টি প্রধান দিক নির্দিষ্ট করেছে। যা চারটি কার্যক্রম যেমন গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রয়োগ ও উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে কৃষি বিষয়ক যেসব প্রকল্প, পরিষেবা, কার্যক্রম সরকারের রয়েছে তার মাধ্যমেই এই মিশন রূপায়ণ করা হবে। এসব কথা রাজ্যসভায় জানিয়েছেন খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার।

জৈবকৃষি ও সরকারের প্রকল্প

সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব কৃষির প্রসার ঘটাচ্ছে বলে, রাজ্যসভায় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার জানিয়েছেন। এইসব প্রকল্পগুলি হল ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং(এনপিওএফ), ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশন (এনএইচএম), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই), নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং ইত্যাদি। এনএইচএম এবং আরকেভিওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করা হচ্ছে যাতে তারা চাষি গোষ্ঠী যারা জৈব কৃষি কাজ করছে তাদের জমি সার্টিফিকেশন (বা শংসিতকরণ) এবং তাদের জমিতে চাষের প্রয়োজনীয় জৈব সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য সহায়তা করতে পারে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনো অবধি ৫২.১ লক্ষ হেক্টর জমি জৈব সার্টিফিকেশন হয়েছে।

এনএইচএম-এর মাধ্যমে আরো যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল

- প্রতি হেক্টরে ১০ হাজার টাকা করে, জনপ্রতি সর্বাধিক ৪ হেক্টর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে বাগিচা ফসল চাষে সহায়তা।
- ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার তৈরির ইউনিট তৈরিতে জনপ্রতি মোট খরচের ৫০ শতাংশ বা সর্বাধিক ৩০ হাজার টাকা সহায়তা
- দলগতভাবে চাষিরা জৈব পদ্ধতিতে ফসল ফলালে তাদের ৫০হেক্টর জমি অবধি জৈব সার্টিফিকেশনে জন্য ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা।

এনপিওএফ-এর মাধ্যমে যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল :

- ফল ও সবজি বাজারের বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য-এর মাধ্যমে কম্পোস্ট সার উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য মোট খরচের ৩৩ শতাংশ বা সর্বাধিক ৬০ লক্ষ টাকা নাবার্ডের মাধ্যমে ভরতুকি।
- জৈব সার বা জৈব কীটনাশক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য ২৫ শতাংশ বা সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা ভরতুকি।

সম্পাদক : তাপস মণ্ডল, মিন্টু মল্লিক
হরফ ও রূপ: শিপ্রা দাস

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org